খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-2 ● Issue- 8 ● Bardhaman ● 30 September 2024 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি রাজ্য সরকার তৈরি করে দেবে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

● বন্যায় মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

● পুজোর আগেই রাজ্যে ঢুকতে শুরু করল বাংলাদেশের ইলিশ। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগণার পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করল দুটি ইলিশ বোঝাই ট্রাক।

● প্রয়াত বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদ হাজি নুরুল ইসলাম।

● ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের নতুন চেয়ারপারসন হলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।

● প্রায় দু'বছর পর জামিনে জেল মুক্তি অনুব্রত'র।১৮ মাস পর তিহার থেকে বাড়ি ফিরলেন বীরভূমের বেতাজ বাদশা অনুব্রত মণ্ডল। প্রবল উচ্ছ্বাস তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মধ্যে।

● থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে সাধারণ মানুষ কোন সুবিচার পাচ্ছে না বলে বিজেপির অভিযোগ। তাই থানা গুলিকে শুদ্ধিকরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে বিজেপি। সোমবার সন্ধ্যায় নরেন্দ্রপুর থানার সামনে বিজেপি নেত্রী রূপা গাঙ্গুলির নেতৃত্বে চলে এই শুদ্ধিকরণ কর্মসূচি। ঝাঁট দিয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধিকরণ করা হয় নরেন্দ্রপুর থানার। এমনকি পুলিশের গায়ে ছেটানো হয় গঙ্গাজল !

● ধনেখালি থেকে দশঘরা পর্যন্ত ১৭ নং পিচ রাস্তার একদম দাঁত বের করা অবস্থা,সর্বত্র খানাখন্দে ভরা। সামনেই পুজো,কিন্তু রাস্তা সারাবার কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। ক্ষুব্ধ পথ চলতি মানুষজন।

● স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তির জেরে স্ত্রীকে কাস্তে দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপানোর অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম অভিযুক্তের স্ত্রী,বর্তমানে বর্ধমান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্ত স্বামীকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে গুড়াপ থানার পুলিশ। অভিযুক্ত স্বামীর নাম রবিলাল হেমব্রম,বয়স আনুমানিক ৩২ বছর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার

(এরপর চারের পাতায়)

ফুটবলের আবেদন নিয়ে সটান থানায় হাজির ক্ষুদে পড়ুয়ারা !

নিজস্ব প্রতিবেদন - ফুটবলের আবেদন নিয়ে বুধবার বিকেলে ধনেখালি বিডিও অফিস চত্বরে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল কয়েকজন ক্ষুদে স্কুল পড়ুয়াকে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, ফুটবলের আবেদন নিয়ে তারা দেখা করতে এসেছে তাদের পটলকাকুর সঙ্গে, যাকে তারা চেনে না,আগে কখনও দেখেনি। চাঁদকুল খেলার মাঠে তারা প্রাকটিস করে। চাঁদকুল খেলার মাঠে কেউ একজন তাদেরকে বিডিও অফিসে পটলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পরামর্শ দিয়েছিল ফুটবলের জন্য। আবেদন পত্র বলতে কেবলমাত্র তাদের হাতে একটি ছোট্ট কাগজ,যাতে তাদের আটজনের নাম লেখা আছে। তারা কেউ পড়ে থ্রি'তে, কেউবা ফোর-এ। ক্লাস ফাইভ ও সেভেনেরও একজন করে ছিল। অনেক আশা নিয়ে বুধবার বিকেলে ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ ওরফে পটল ঘোষের সঙ্গে দেখা করার জন্য হাজির হয় কালিকাপুরের ক্ষুদে ফুটবল খেলোয়াড় রাহুল বাগ,রাজদীপ মুর্মু,রণজিত টুডু,অঙ্কুশ বাগ,ওম বাগ, রাজকুমার মুদি,সমীর মাঝি এবং সৌমেন মাঝি। কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মিটিং এ ব্যস্ত থাকায় এই ক্ষুদে স্কুল পড়ুয়ারা

দেখা করতে পারেনি তার সঙ্গে। তারা অপেক্ষা করতে থাকে বিডিও অফিস চত্বরে। খবর সোজাসুজি ফেসবুক পেজে আমরা সেই খবর সরাসরি সম্প্রচার করি। আমাদের সেই খবর দেখা মাত্রই ধনেখালি থানা থেকে যোগাযোগ করা হয় আমাদের সঙ্গে এবং বাচ্চারা যদি বিডিও অফিস থেকে ফুটবল না পায় তাহলে তাদের থানায় পাঠিয়ে দিলে ভালো হয় বলে জানানো হয়। বেশ কিছু ক্ষণ বিডিও অফিস চত্বরে অপেক্ষা করার পর ওদের পটলকাকু'র সঙ্গে দেখা না হওয়ায় ক্ষুদে খেলোয়াড়রা ফুটবলের আবেদন নিয়ে সোজা পৌঁছে যায় ধনেখালি থানায়। ধনেখালি থানার ওসি প্রসেনজিৎ ঘোষ এই ক্ষুদে স্কুল পড়ুয়াদের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাদের হাতে তুলে দেন ফুটবল এবং চকলেট। নতুন ফুটবল পেয়ে খুশিতে টগমগ কালিকাপুরের এই ক্ষুদে খেলোয়াড়রা। ধনেখালি থানার পুলিশের এই মানবিক কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এলাকার মানুষজন।

বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বর্ধমানে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা - হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকদিন বাকি,তারপরেই দুর্গাপুজো। পুজোর আগেই দক্ষিণবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি। এই অবস্থায় ফের একবার জেলা খন্ডঘোষ সহ বিভিন্ন ব্লকে ঢুকছে বন্যার জল। কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে মানুষজনকে। এমত অবস্থায় গোটা পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের

সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার এলেন পূর্ব বর্ধমান। পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর, রায়না, সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

(এরপর দুয়ের পাতায়)

বন্যারোধে খানাকুল মাস্টার প্ল্যানের দাবিতে সরব আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী

নিজস্ব সংবাদদাতা - বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে হুগলির প্রতিরোধে অবিলম্বে খানাকুল মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা জরুরি। এই বিষয়ে

খানাকুলে বুধবার হাজির হন আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন বন্যা কবলিত মানুষের জন্য ত্রাণ। বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী বলেন, বন্যার জল নেমে গেছে। কিন্তু এখনও সরকারের পক্ষ থেকে এলাকার মানুষের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণের ব্যবস্থা নেই। পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। রাজ্য সরকারের কাছে অবিলম্বে এগুলির ব্যবস্থা করার আবেদন জানান নওসাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন,বছরের পর বছর খানাকুল,পাঁশকুড়া সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যার জলে ডুবে যাচ্ছে। বাঁধগুলি বহু পুরোনো, মাটির তৈরি। এইগুলি কংক্রিটের করতে হবে। নদীগুলিরও নাব্যতা কমে গেছে। ড্রেজিং করা প্রয়োজন। সুতরাং বন্যা তিনি বিধানসভায় সোচ্চার হবেন বলে জানিয়েছেন। নওসাদ সিদ্দিকী আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এই বন্যা ম্যানমেড বলছেন। কিন্তু এই বিষয়ে স্থায়ী সমাধানের জন্য সংবিধানের ১৩১ নম্বর ধারাকে উল্লেখ করে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারকে মামলা করার প্রস্তাব দেন তিনি। এদিন খানাকুল অঞ্চলের হীরাপুর,ধরমপুর, চালতাপুর, জয়গলনন্দপুর, চক্রপুর, সাবলসিংহপুর, বাঁকানগর, সুলুট, পাতুল, রাধাবল্লভপুর, জগন্নাথপুর, ভগবতীতলা সহ একাধিক স্থানে আইএসএফের পক্ষ থেকে ত্রাণ বন্টন করা হয়। ত্রাণ বন্টনের কাজে আইএসএফ চেয়ারম্যান নওসাদ সিদ্দিকী ছাড়াও দলের রাজ্য কমিটির কার্যকারী সভাপতি সামসুর আলি মল্লিক, রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য তাপস ব্যানার্জি, লক্ষীকান্ত হাঁসদা, জুবি সাহা,সাওন দাস সহ খানাকুলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন বলে জানা গেছে।

ধনেখালিতে সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত পুজো কমিটিগুলোকে দেওয়া হল সরকারি অনুদানের চেক

নিজস্ব প্রতিবেদন - হুগলি জেলার ধনেখালি থানার অন্তর্গত রাজ্য সরকারের অনুমোদন প্রাপ্ত ১৮৪টি পুজো কমিটির হাতে বৃহস্পতিবার অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়। এদিন চেক বিলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র, হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ডি এন্ড টি

সরকারি অনুদানের ৮৫০০০ হাজার টাকা করে চেক তুলে দেওয়া হল। ধনেখালি থানার ব্যবস্থাপনায় ধনেখালি বিডিও অফিসের মিটিং হল থেকে বৃহস্পতিবার পুজো কমিটি গুলোর হাতে রাজ্য সরকারের পুজো প্রিয়ব্রত বক্সী, ধনেখালি থানার ওসি প্রসেনজিৎ ঘোষ, ধনেখালির বিডিও রাজর্ষি চক্রবর্তী,ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্পিতা বারিক সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ, মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ অরুণ মাঝি সহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ।

খবর সোজাসুজি
Volume-2 ● Issue- 8 ● 30 September, 2024

বন্যা ত্রাণেও আত্মপ্রচার !

অতিরিক্ত বৃষ্টি আর অত্যধিক হারে ডিভিসির ছাড়া জলে প্লাবিত দক্ষিণ বঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। খানাকুল, আরামবাগ,গোঘাট, পুরশুড়া,উদয় নারারণপুর, আমতা, জামালপুর,খন্ডঘোষ,রায়না,ভূতনি সহ একাধিক এলাকা ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত।দিশেহারা অবস্থায় দিন পার করছেন দুর্গতরা। কিন্তু বন্যারোধে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে রাজ্যে প্রতিবছরই এরকম বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।চরম দুর্ভোগের শিকার হন বন্যা কবলিত এলাকার মানুষজন। বন্যা নিয়ে চলে রাজনৈতিক চাপান উতোর,কিন্তু স্থায়ী সমাধান কিছুই হয় না। আর এই দুঃসময়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ছুটে যান রাজনৈতিক নেতা নেত্রী থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা। অনেক এনজিও এবং সহৃদয় ব্যক্তিও ত্রাণ নিয়ে পৌছে যান অসহায় মানুষগুলোর কাছে।চরম এই মানবিক সংকটে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন অনেকেই। তবে সবাই যে সেবার মনোভাব নিয়ে যান তা কিন্তু নয়। অনেকেই বন্যা কবলিত গরীব অসহায় মানুষগুলোকে ভাঙিয়ে আত্মপ্রচার পেতে চান। কেউ যান ছবি তুলতে আর কেউ বা যান সত্যিই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতে।কেউ দান করে ফেসবুকে ছবি ছাড়তে ব্যস্ত,কেউ বা আবার নীরবে নিভৃতে বানভাসি মানুষের পাশে থাকছেন। অনেকেই আবার লোক দেখানোর জন্য দান করছেন। একটা ত্রিপল দিচ্ছেন তাও আবার পাঁচ জন মিলে, যেন ছবি তোলাই আসল লক্ষ্য। ত্রাণ বিতরণের ছবি তুলছেন ভালো কথা, অসুবিধা নেই।কিন্তু অসহায় মানুষগুলোর হাতে তুলে দেওয়া ত্রাণের ছবি সোস্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে তাদের সম্মানহানি করা মোটেও কাম্য নয়। মনে রাখবেন,এদেরও সামাজিক সম্মান আছে। কেউ শখ করে হাত পেতে আপনার কাছ থেকে মুড়ি,বিস্কুট, জলের বোতল,কিংবা ত্রিপল নিচ্ছেন না। তারা পরিস্থিতির শিকার। বাধ্য হয়েই আপনার কাছে হাত পাতছেন। তাই বন্যা কবলিত অসহায় মানুষগুলোর ত্রাণ নেওয়ার ছবি সোস্যাল মিডিয়ায় ছাড়ার আগে অবশ্যই একটু ভাববেন। মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে নিজেকে মহান বানাবার চেষ্টা করবেন না। কাউকে ছোটো করে কিন্তু নিজে বড় হওয়া যায় না।

(প্রথম পাতার পর) বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বর্ধমানে

বৈঠকে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস,মলয় ঘটক,প্রদীপ মজুমদার, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী এবং স্বপন দেবনাথ,পূর্ব বর্ধমান জেলা শাসক কে রাধিকা আয়ার,জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ,জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার, জেলার দুই সাংসদ,বিধায়ক সহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ। দীর্ঘ বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফের একবার বাংলার বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রকে একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আক্রমণ শানান ডিভিসি-কেও। একই সঙ্গে নতুন করে জল বাড়লে প্রশাসনকে আরও সতর্ক এবং সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।শুধু তাই নয়, জল নামলে কীভাবে কাজ এগোবে তা নিয়েও নির্দেশ দেন। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি হলেই আমাদের চিন্তা বাড়ে। নিজেদের বাঁচাতে আমাদের দিকে জলটা ছেড়ে দেয়। নৌকার মতো বাংলার অবস্থা। ফলে জল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে যায়। অসম এবং বাংলায় সবথেকে বেশি বন্যা হয়,আর কোথাও হয় না। কেন্দ্রের অধীনে ডিভিসি ড্রেজিং করা হয় না। ফলে বাংলার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়।

দুধের ইতিকথা

পার্থ পাল

গণেশ গোয়ালা রোজ দুধ দিয়ে যায়। ভবেশবাবু খান। মাসিক চুক্তি। পঞ্চাশ টাকা কিলো দর। ইদানিং ভবেশবাবু লক্ষ করছেন দুধটা যেন খানিক পাতলা। অভিযোগ করলেন গয়লাকে। জবাবও ছিল গনেশদার জিভের ডগায়। বলল, '' পাতলা তো খানিক হতেই হবে। ওটা টোনড্ দুধ। আজকাল বয়স্ক মানুষেরা খান। আপনারও তো পঁচাত্তর হল। আপনার স্বাস্থ্যের কথা আমায় ভাবতে হবে না!'' এমন দরদী বন্ধুর কথায় তাঁর মৃদু ক্ষোভ উবে গেল। বেশ কয়েকদিন এমন চলার পর তিনি দেখলেন, দুধ যেন আরো পাতলা। আবারও অভিযোগ। জবাবও তৈরি, ''এটা হল গিয়ে ডাবল টোনড্ দুধ। এ দুধ খেয়ে চর্বি জমার কোন চান্স নেই। সবটাই পিওর প্রোটিন।''

গয়লার বুদ্ধির কাছে এবার আর মাথা নোয়ালেন না তিনি। খানিক খোঁজ খবর নিলেন এবং জানলেন গণেশ তাকে খুব একটা ভুল বলেনি। ফ্যাটের পরিমাণ বিভিন্ন দুধে বিভিন্ন। মোষের দুধে ফ্যাটের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি - ছয় শতাংশ। গরুর দুধে তার পরিমাণ সাড়ে চার শতাংশ। মোষ বা গরুর দুধ থেকে প্রসেস করে তৈরি হওয়া টোনড্ ও ডাবল টোনড্ দুধে এর পরিমাণ যথাক্রমে তিন ও দেড় শতাংশ। দুধ-ফ্যাক্টরিতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে দুধ থেকে ফ্যাট সরিয়ে এই টোনড্ দুধ তৈরি করা হয়।। গণেশদা একই কাজ করেছে,কেবল উপায়টা বদলে নিয়েছে। ফ্যাট বের করার ঝুক্কি এড়াতে দুধে মিশিয়েছে জল। এইসব সূচতুর সম্ভাবনা এড়ানোর জন্যই আরও চতুর গ্রাহকরা এখন ফ্যাক্টরিজাত প্যাকেটবন্দি দুধ-ই পছন্দ করেন। কারণ সেখানে নিত্যদিন চলে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ।

কী সেই যজ্ঞ জানার আগে জেনে নেওয়া যাক দুধের অন্দরমহলের কথা। দুধ একটি সুষম খাদ্য। গানেতেই আছে 'দুধ না খেলে,হবে না ভালো ছেলে।' তাই ভালো থাকার তাগিদেই আমরা দুগ্ধপোষ্য। দুধের তিনটি অংশ। জল, ফ্যাট এবং ফ্যাট নয় এমন কঠিন (SNF)। এর মধ্যে জলের পরিমাণই সিংহভাগ। মোষ দুধের কথাই ধরা যাক।

সেখানে পঁচাশি ভাগই জল ; ছয় ভাগ ফ্যাট এবং বাকি নয় ভাগ SNF। এই না ফ্যাট কঠিনে থাকে প্রোটিন, ল্যাকটোজ এবং কয়েকটি ধাতব উপাদান। ডেয়ারি ফ্যাক্টরিতে মূলত দুটি কাজ করা হয়। এক, তরল দুধকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্যাকেটবন্দি করে বাজারজাত করা এবং দুই, দুধ থেকে বিভিন্ন উপাদানকে আলাদা করে বিভিন্ন রকমের দুগ্ধজাত খাবার তৈরি করা।

ডেয়ারি কারখানায় এজন্য আছে বড় বড় যন্ত্রপাতি। সেখানে কাজ করেন অনেক দক্ষ শ্রমিক। গোয়ালাদের উৎপাদিত দুধ বিভিন্ন সাবসেন্টারের মাধ্যমে এসে পৌঁছায় কারখানায়। প্রথমে সেই দুধকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম উষ্ণতায় সংরক্ষণ করা হয়। কারণ দুধের মধ্যে থাকা আণুবীক্ষণিক জীবাণুরা অত শীতলতায় বেঁচে থাকতে পারে না। এই পর্যায়ে দুধকে প্রয়োজনমাফিক টোনড্, ডাবল টোনড্ ইত্যাদিতে পরিণত করা হয়। এবার পাস্তুরাইজেশনের পালা। এ পর্যায়ে দুধকে প্রবাহিত করানো হয় স্টেনলেস স্টিলের তৈরি উত্তপ্ত নলের মধ্য দিয়ে। এতে দুধ জীবাণুমুক্ত হয়। খানিক শীতল হলে সেই দুধকে স্বয়ংক্রিয় মেশিনের সাহায্যে প্যাকেটবন্দি করে বাজারে পাঠানো হয়। এই পদ্ধতিতে তৈরি দুধ স্বাস্থ্যসম্মত এবং পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে এখানে কোনও আপোষ চলে না।

দুধ থেকে তার বিভিন্ন উপাদানকে আলাদা করা আর এক কর্মযজ্ঞ। ফ্যাটকে উত্তাপে আরো ঘন করে মাখন তৈরি করা হয়। যাতে ফ্যাটের পরিমাণ থাকে আশি শতাংশ। আরও গাঢ় ফ্যাটকে বলে ঘি - যা নিরানব্বই শতাংশ ফ্যাটসমৃদ্ধ। ঘি তৈরির অন্য পদ্ধতিও আছে। সেক্ষেত্রে প্রথমে ঘন দুধ থেকে তৈরি করা হয় টক দই। দুধে উপকারী ব্যাকটেরিয়া-ল্যাকটোব্যাসিলাস দিলে তা সময়সাপেক্ষে দই হয়। তাই টক দই শরীরের জন্য ভীষণ উপকারী। এই ব্যাকটেরিয়া আমাদের পৌষ্টিকনলের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। টক দই থেকে তৈরি লস্যি বেশ জনপ্রিয়। দইকে মন্থন করলেও শেষে ঘি পাওয়া যায়। উষ্ণ দুধে ল্যাকটিক অ্যাসিড দিলে তা পরিণত হয় ছানায়। সেই ছানা তখন রকমারি মিষ্টির প্রধান উপাদান। অন্যদিকে দুধকে ঘন করে চিনি, রং, গন্ধ মিশিয়ে তৈরি হয় কুলফি, বরফি, পেঁড়া, রাবড়ি, আইসক্রিমের মত জিভে জল আনা বিভিন্ন খাবার।

আর আছে গুঁড়ো দুধ। শৈশবে হাতে ঢেলে তা চেটে চেটে খাইনি এমন মানুষ বিরল। দুধ থেকে জলীয় অংশকে সম্পূর্ণ বের করে নিয়ে এই সুস্বাদু খাদ্য তৈরি হয়। বর্তমানে বাজারে চালু হয়েছে হোয়াইটনার, যাতে দুধের গুন থাকে সামান্যই। তাতে রং আছে, পুষ্টি নেই। যাঁরা বলেন মদে-দুধে মিশ খায় না, তাঁরা জানলে অবাক হবেন, দুধ থেকেও মদ তৈরি হয়। তুরস্কে ঘোড়ার দুধকে বিশেষ উপায়ে ফার্মেন্টেশন করে পাওয়া যায় কিউমিস নামের অ্যালকোহল। যা তাঁরা এদেশীয় শরবতের মতো অতিথিদের খেতে দেন।

সুতরাং ভালো ছেলে হতে চাইলে দুধ খান।থাকুন, দুধেভাতে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষুধার্ত পাখিরা তাদের প্রিয় খাবার হারিয়ে ফেলছে

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

সম্প্রতি গবেষনায় দেখা গেছে বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে ঋতু চক্রের উপর এক বিশেষ প্রভাব পড়ছে। বসন্ত ঋতু ক্রমশ উষ্ণ হয়ে উঠছে ও তার সময়কাল কিছুটা হলেও এগিয়ে আসছে। এক নতুন গবেষনা অনুসারে দেখা যাচ্ছে আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে পাখিরা খাদ্যের পছন্দের তালিকায় অনেক পোকা মাকড় তাদের প্রজনন ঋতুতে হারিয়ে ফেলছে।

এডিনবার্গ ও এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে তিনটি পাখির প্রজাতির অর্থাৎ ব্লু টিটস, গ্রেট টিটস এবং পাইড ফ্লাইক্যাচারের বাসা তৈরি ও খাওয়ানোর ধরন নিয়ে গবেষনা করছেন। সাধারনত এই তিনটির ক্ষেত্রেই প্রজনন ঋতুতে তাদের শাবক বা বাচ্চারা বেশি ক্ষুধার্ত হয়। তখন প্রোটিন জাতীয় খাবারের চাহিদা বা প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি থাকে। আবার যখন পরিবেশে বিভিন্ন পোকাদের বিশেষত তাদের শুককীট বা লার্ভা বেশি থাকার সম্ভবনা থাকে।

আসলে খাদ্যের প্রাপ্যতা প্রায়ই ঋতুর সাথে পরিবর্তিত হয়। প্রজনন কালে পাখিদের পোকামাকড়, লার্ভা এবং অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণী সহ আরও প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্যের প্রয়োজন। আবার অনেক তৃনভোজী পাখিও তাদের শাবকদের ভাল পুষ্টির জন্য পোকামাকড় ধরে খাওয়ায়। এই তিনটি প্রজাতি সাধারনত খাদ্যের জন্য ওক গাছের পাতায় নানা কীট পতঙ্গ খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু নতুন গবেষনায় দেখা গেছে বসন্তকাল এগিয়ে আসায় ওক গাছের পাতা নির্ধারিত সময়ের আগেই অঙ্কুরিত হচ্ছে ও যার ফলে তার উপর নির্ভরশীল পোকারা এই সব পাখিদের প্রজননের সময় যথেষ্ট পরিমানে পাওযা যাচ্ছে না। যেহেতু এই সব পোকামাকড় এই তিনটি প্রজাতির পুষ্টির প্রধান উৎস,তাই এদের ডিমগুলি একটু দেরিতে ফুটছে।

পরিবেশের গাছ পালাতে পোকামাকড়ের আধিক্য বছরের সংক্ষিপ্ত সময় কাল হলেও একটা নির্দিষ্ট সময়ে সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ে দেখা যায়। অদ্ভূত বিষয় হল পাখিদের প্রজনন কালের সাথে পোকাদের প্রাচুর্যের সাথে মিলে যায় অর্থাৎ যা কিনা সামঞ্জস্যপূর্ন।এইসময় পাখির ছানারা এইসব পোকা খাবারের জন্য মুখিয়ে থাকে। এক্সেটারের গবেষক ম্যালকম বার্গেস একটি বিবৃতিতে বলেছেন যে আবহাওয়া পরিবর্তনের কারনে বসন্ত ঋতু আগমনের সাথে সাথে পাতা ও পোকার লার্ভা আগে থেকে বের হয় এবং পাখিদেরও এই বিষয়ে সামঞ্জস্য রাখতে প্রজনন কাল এগিয়ে আনতে হবে।

বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন যে পাইড ফ্লাইক্যাচারদের বাসা বাঁধার সময়কে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য করতে সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হয়। পাইড ফ্লাইক্যাচাররা পরিযায়ী, তারা শীতকাল যুক্তরাজ্যের বাইরে কাটায়। তাই তারা প্রারম্ভিক বসন্তের লক্ষনগুলিতে সাড়া দিতে কম সক্ষম।

গবেষকেরা এর আগে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে উত্তরের পাখিরা ঋতু পরিবর্তনের দ্বারা কম প্রভাবিত হবে, তবে নেচার ইকোলজি অ্যান্ড ইভোলিউশন জার্নালে প্রকাশিত সর্বশেষ গবেষনায় দেখা গেছে যে উত্তর ও দক্ষিনের পাখির সংখ্যা ঋতুগত নিদর্শনগুলির দ্বারা সমানভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

আবার এডিনবার্গের গবেষক অ্যালি ফিলিমোর বলেছেন আমরা পাখির কোন প্রজাতির জন্য শুঁয়োপোকার অমিলের সাথে উত্তর ; দক্ষিন ভিন্নতার কোন প্রমান পাইনি। তাই দক্ষিন ব্রিটেনে পতঙ্গভোজী পাখির সংখ্যার হ্রাস উত্তরের তুলনায় দক্ষিনে বেশি অমিলের কারনে হয়েছে বলে মনে হয় না।

এটা ঘটনা যে পাখির প্রজনন ও বাসা বাঁধার ধরনগুলির সময় পরিবর্তনকে অভিযোজনের জন্য অনুপ্রানিত করবে। আর যদি তা না হয় তবে আবহাওয়া পরিবর্তেনের ফলে বসন্তকালে উষ্ণ হয়ে ওঠার দরুন পাখি ও তাদের শাবকেরা তাদের প্রিয় খাবার হারিয়ে ফেলবে এবং আরো বেশি ক্ষুধার্ত হয়ে অনাহারে থাকবে।

নাবালিকা অপহরণ এবং যৌন নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তকে ৭ বছর সশ্রম কারাদন্ডের নির্দেশ দিল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালির এক নাবালিকাকে অপহরণ এবং যৌন নির্যাতনের অভিযোগে আসামীর সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ওই নাবালিকাকে দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিল চুঁচুড়া বিশেষ পকসো আদালত।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২৮ মে ২০১৫ ধনেখালি থানার অন্তর্গত পূর্ব রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক বাসিন্দা অভিযোগ করেন, তার ১৩ বছরের নাবালিকা কন্যা মামার বাড়ি যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়ে গেছে।একমাত্র মেয়ে হারিয়ে যাওয়ায় দিশেহারা বাবা ধনেখালি থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন।ঘটনার তদন্তে নেমে ধনেখালি থানার পুলিশ হাওড়া জিআরপি'র সহায়তায় মেয়েটিকে উদ্ধার করে।পুলিশের কাছে মেয়েটি জানায়, শেখ নিজামুদ্দিন ওরফে বাপি নামে এক রেলের হকার তাকে ফুঁসলিয়ে একটি নির্মিয়মান বাড়িতে আটকে রেখে যৌন নির্যাতন চালায়।কয়েক দিন পর নিজামউদ্দিন তাকে হাওড়াগামী একটি ট্রেনে তুলে দেয়।নাবালিকার দৃষ্টি শক্তি একটু ক্ষীণ থাকার কারণে সে হাওড়ায় পৌঁছে মুষড়ে পড়ে।হাওড়া জিআরপি ধনেখালি থানায় যোগাযোগ করে।এরপর মেয়েটি পরিবারের কাছে ফিরে আসে।ঘটনার তদন্তকারী অফিসার শুভজিৎ ঘোষাল নাবালিকা ও তার পরিবারের সাহায্য নিয়ে তদন্ত শুরু করে।সোর্স

অভিযুক্ত শেখ নিজামুদ্দিন ওরফে বাপি

মারফত কলা বিক্রেতা রেল হকার তথা অভিযুক্ত নিজামউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে।মঙ্গলবার চুঁচুড়া বিশেষ পকসো আদালতে অভিযুক্তকে হাজির করা হলে অপহরণ এবং পকসো মামলায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে বিচারক তাকে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও নির্যাতিতাকে দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেন।ডালসার মাধ্যমে সেই টাকা নির্যাতিতার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারক।পুলিশি তৎপরতায় নাবালিকা উদ্ধার ও অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে সাজা দেওয়ার ঘটনায় উচ্ছ্বসিত নির্যাতিতার পরিবার।

১০০ দিনের কাজ,আবাস যোজনা, বন্যা দুর্গতদের পর্যাপ্ত ত্রাণ সহ একাধিক দাবিতে সিপিআই(এমএল) - এর সারা ভারত কৃষি ও ক্ষেতমজুর সমিতির হুগলি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে হুগলি ডিএম অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হল।

বলাগড়ে গঙ্গা ভাঙন ও বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন হুগলির সাংসদ রচনা ব্যানার্জি।

শিশুদের অন্নপ্রাশন ও গর্ভবতী মায়েদের সাধ ভক্ষণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হল সুপুষ্টি দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা - শিশুদের অন্নপ্রাশন ও গর্ভবতী মায়েদের সাধ ভক্ষণ অনুষ্ঠানের মধ্যে

দিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পালিত হল সুপুষ্টি দিবস।শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের অন্তর্গত ২৮৩ টি আইসিডিএস সেন্টারে পালিত হল সুপুষ্টি দিবস। খণ্ডঘোষ ব্লকের সিডিপিও লালেশ শর্মা জানান,প্রতি মাসের চতুর্থ শুক্রবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি 'সুপুষ্টি দিবস' পালন করে। কখনও এই দিনে এলাকার গর্ভবতীদের সাধ পালন করা হয়।কখনও কেন্দ্রে নতুন আসা শিশুদের নিয়ে অন্নপ্রাশন উৎসব হয়।প্রতি তিন মাস অন্তর অন্নপ্রাশন দিবস পালিত হয়।সেই নিয়ম মেনে শুক্রবার ব্লকের ২৮৩ টি আইসিডিএস কেন্দ্রে সুপুষ্টি দিবস ও ১৫০ টি আইসিডিএস কেন্দ্রে অন্নপ্রাশন দিবস পালিত হয়। এদিন গর্ভবতী মায়েদের সাধ ভক্ষণেরও আয়োজন করা হয়।সাধ খাওয়ানোর পাশাপশি এদিনের অনুষ্ঠানে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন সুষম খাবার তাদের দেওয়া হয়।গর্ভবতীদের কি ধরণের খাবার খাওয়া প্রয়োজন, কোন্ কোন্ খাবারের পুষ্টিগুণ গর্ভবতীদের জন্য উপকারী, পাশাপাশি শিশুদের কি ধরণের সবজি বা খাবার খাওয়ানো প্রয়োজন, এই সমস্ত বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে অঙ্গনওয়াড়ি দফতরের উদ্যোগে পালিত হয় সুপুষ্টি দিবস।এই সুপুষ্টি দিবসের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন খাবারের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে সচেতন করা হয়। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রতি মাসের শেষ শুক্রবার এই পুষ্টি দিবস পালন করা হয়ে থাকে প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রতে।

বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে জামালপুরে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি

নিজস্ব প্রতিবেদন - বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে এলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি শুভঙ্কর ভট্টাচার্য। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জোতচাঁদ, পাইকপাড়া, দ্বীপেরমানা সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম তিনি ঘুরে দেখেন।তাঁর সাথে ছিলেন জামালপুরের বিডিও পার্থ সারথী দে,পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক,পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি প্রমুখ। তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের কাছে খোঁজ নেন সকলে বন্যার সময় ত্রাণ শিবিরে ছিলেন কিনা, খাবার ঠিকমতো সবাই পেয়েছিলেন কি না।

হুগলির পোলবাতে দেওরের হাতে বৌদি খুন !

নিজস্ব সংবাদদাতা - বুধবার দুপুরে পোলবা থানায় আলিনগর আদিবাসী পাড়ার বাসিন্দা সুজাতা সোরেন লিখিত অভিযোগ করেন,তাদেরই গ্রামের বাসিন্দা পানমনি হাঁসদা(৩৫)কে সকাল ১১টা নাগাদ আলিনগর নিউ বয়েজ ক্লাবের সামনে ধারালো অস্ত্র হাঁসুয়া দিয়ে গলায় কোপ মারে অনিল হাঁসদা। সম্পর্কে পানমনির মেজ দেওর অনিল। রাস্তার উপরে আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে পানমনি। রক্তে ভেসে যায় রাস্তা।ওই সময় আহত রক্তাক্ত পানমনিকে ওর বোন,ছোট দেওর ও আরো অনেকে উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর সুজাতা খবর পান হাসপাতালে পানমনির মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগকারীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার কয়েক ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্ত অনিলকে আটক করে পোলবা থানার পুলিশ। সেই সঙ্গে পানমনিকে যে হাঁসুয়া দিয়ে আঘাত করা হয় সেটাও বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।অনিল স্থানীয় একটি ইমারতী সরবরাহের দোকানে কাজ করে। আলিনগরের বাড়িতে পানমনিদের লাগোয়া বাড়িতেই সে স্ত্রী পরিবার নিয়ে থাকত।এ দিন সকালে সীমানা প্রাচীর ও জমি সম্পত্তি নিয়ে পানমনির সঙ্গে ঝগড়া অশান্তি হয়। তার জেরেই আক্রোশবশত পানমনিকে হাঁসুয়া দিয়ে গলায় কোপ মারে অভিযুক্ত অনিল।পুলিশের প্রাথমিক জেরায় অনিল কবুল করেছে জমি সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ ও কয়েক মাস আগে দাদার মৃত্যু নিয়ে বৌদি পানমনির সঙ্গে ঝগড়া অশান্তি লেগেই থাকত।দাদা মারা যাওয়ার পর স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে পানমনি। সেই আক্রোশেই পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে আলিনগর বাজার থেকে সাড়ে তিনশো টাকা দিয়ে হাঁসুয়া কিনে এনে বৌদির ঘাড়ে কোপ মারে অনিল।যদিও সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

Vol-2, Issue- 8

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

মল্লিকপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

অফিস ঠিকানা:- গ্রাম - মল্লিকপুর, পোঃ- জঙ্গলপাড়া, জেলা- হুগলী

নিবন্ধনসংখ্যা (Registration No)-৭২H.G., তারিখ :২৮/০৩/১৯৬৩

খসড়া নির্বাচক তালিকা(Draft Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৮৩০ তারিখ২৫/০৭/২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী শ্রী চঞ্চল রায় সমবায় পরিদর্শক ধনিয়াখালী ব্লক তথা সহকারি রিটার্নিং অফিসার মল্লিকপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাগণ কে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচন উপলক্ষে অত্র (অর্থাৎ২৭-০৯-২০২৪ এর) বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে নির্বাচন ক্ষেত্র ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন/সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমান তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে অথবা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত (Authorized) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরাজী ২১/১০/২০২৪ তারিখ হতে ২৩/১০/২০২৪ তারিখের মধ্যে মল্লিকপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ১০ ঘটিকা হইতে দুপুর ১২ ঘটিকার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজী ২৪/১০/২০২৪ তারিখ সকাল ১১ ঘটিকা থেকে দুপুর ১ ঘটিকার মধ্যে সহকারি রিটার্নিং অফিসার, মল্লিকপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর দ্বারা সমিতির অফিস গৃহে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে নির্ধারিত দিনে অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে এবং সচিত্র পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) এবং সমিতির আগামী পরিচালন পর্ষদের নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ইংরাজী ২৮/১০/২০২৪ তারিখ বৈকাল ৪ ঘটিকায় সমিতির অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

কোন সদস্য/ভোটার/প্রার্থী নির্বাচনের যেকোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতির অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ: ২৭-০৯-২০২৪

চঞ্চল রায়
চঞ্চল রায়
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
মল্লিকপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

সিভিক ভলেন্টিয়ার হীরার পাটকাঠির পাঠশালায় চলছে ‘মানুষ’ তৈরির দীক্ষা !

নিজস্ব সংবাদদাতা - ভিড় বাড়ছে সিভিক ভলেন্টিয়ার হীরার পাট কাঠির পাঠশালায়।গত একবছর ধরে ডিউটির ফাঁকে নিজের হাতে বানানো পাটকাঠির ঘরেই শিক্ষার বাতি জ্বালিয়ে আসছে বলাগড় থানার ট্রাফিকে কর্মরত সিভিক ভলেন্টিয়ার হীরালাল সরকার। বয়স ৩৬। হুগলি জেলার বলাগড়ের সোমরা বাজারের বাসিন্দা। ২০১৩ সালে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অন্তর্গত বলাগড় থানায় সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে নিযুক্ত হয় হীরা। বর্তমানে মগরা সাব-ট্র্যাফিক গার্ডে কর্মরত। হীরা ডিউটি করে নাটাগড় শীতলাতলা এলাকায়,যেখানে মূলত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। যাদের রোজগার মূলত দিনমজুরি থেকে,সন্তানদের কোনওমতে স্কুলে পাঠাতে পারলেও গৃহশিক্ষক নিয়োগ করা তাদের কাছে বিলাসিতা মাত্র। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা হীরা স্বপ্ন দেখে নাটাগড়ের আশে পাশের সমস্ত

আদিবাসী ছেলে মেয়েদেরকে মানুষ করবে,দরকার পড়লে নিজে পড়াবে। ভাবনা মতো কাজ।

পাঠকাঠি,খড়,মাটি দিয়ে তৈরি করে ফেলে একটা ছোট্ট চালা। হীরালাল ডিউটির ফাঁকেই স্থানীয় বাচ্চা ছেলেমেয়েদের জন্য গড়ে তুলেছে এই পাটকাঠির পাঠশালা। খুবই সামান্য আয়োজন। রাস্তার পাশেই পাটকাঠির বেড়া দিয়ে তৈরি করেছে একটি চালাঘর। এই চালাঘরই এলাকায় পরিচিত ‘হীরার পাঠশালা’ হিসাবে। রোজ সকাল সাড়ে ৯ টা থেকে পৌনে ১১ টা পর্যন্ত বাচ্চাদের পড়ায় হীরালাল। স্কুল যাওয়ার আগে হীরার পাঠশালায় পড়ে স্কুলে যায় ক্ষুদে পড়ুয়ারা। খুদেদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য নিজের সামান্য বেতনের টাকা থেকেই প্রতিদিন লজেন্স আর বিস্কুটও কিনে দেয় হীরা। প্রতিদিন সকাল বেলায় চকলেট,বিস্কুট নিয়ে ইউনিফর্ম পরেই পাঠশালায় হাজির হয় হীরা। দলে দলে ছোট্ট বাচ্চারা যোগ দেয় হীরার পাঠশালায়। ট্রাফিকে ডিউটি করার ফাঁকে চলে হীরার ‘মানুষ’ তৈরির দীক্ষা। মহৎ ইচ্ছে থাকলে কোনো কিছুই যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না,তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ হীরালাল সরকার।

FARHAD HOSSAIN
Channel Partner
শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের জন্য যোগাযোগ করুন। 7718563194
KHANPUR HOOGHLY WEST BENGAL KHANPUR, HOOGHLY, WEST BENGAL, INDIA 712308
farhad05ster@gmail.com
AngelOne
www.angelone.in

(প্রথম পাতার পর)

এক নজরে

ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ থানার অন্তর্গত গুড়বাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিষগড়িয়া এলাকায়।

● আবারও বিশ্বের দরবারে সমাদৃত মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির স্বপ্নের প্রকল্প কন্যাশ্রী ও রূপশ্রী।

● প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল অধীর চৌধুরীকে। অবসান ঘটল অধীর জামানার। প্রদেশ কংগ্রেসের নতুন সভাপতি হলেন শুভঙ্কর সরকার।

● আর্মি অফিসারকে থানায় আটকে রেখে তার বান্ধবীর শ্লীলতাহানি,অন্তর্বাস খুলে বুকে লাথি মারার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। নিন্দার ঝড় দেশজুড়ে। ওড়িশার ভরতপুরের ঘটনা।

● ধরে রাখতে পারলেন না আবেগ। গরু পাচার মামলায় তিহার জেল থেকে জামিন মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল।

● বর্ধমান থেকে হাওড়া ট্রেনে ঘন্টা তিনেকের যাত্রা পথ। কিন্তু ট্রেনে নেই কোনো টয়লেটের ব্যবস্থা। যাত্রী সাধারণের কথা চিন্তা করে অবিলম্বে সাধারণ লোকাল ট্রেনেও টয়লেটের ব্যবস্থা করুক রেল মন্ত্রক,চাইছেন সাধারণ মানুষজন।

● আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করল রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল।

● আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ইডির হানা শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায়ের দাদপুরের বাগান বাড়িতে। প্রবল চাঞ্চল্য এলাকায়।

● আদালত রাজনৈতিক মঞ্চ নয়। মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগের নির্দেশ দিতে পারি না, আরজি করে খুন ও ধর্ষণ মামলায় মন্তব্য করলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়।

● কলকাতা পুলিশে বড়সড় রদবদল। সিপি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল বিনীত গোয়েলকে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন মনোজ ভার্মা।

● স্বাস্থ্য দপ্তরে বড়সড় রদবদল। সরিয়ে দেওয়া হল স্বাস্থ্য অধিকর্তা দেবাশিস হালদারকে, স্বাস্থ্য অধিকর্তার দায়িত্ব দেওয়া হল স্বপন সোরেনকে।

● কেতুগ্রামে চলন্ত বাসে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীকে নৃশংস ভাবে গলা কেটে খুন, গ্রেফতার অভিযুক্ত।

● দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল।দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী হলেন আতিশি মার্লেনা।

● ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার প্রধান শিক্ষক।পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া থানার শিমুলিয়ার ঘটনা।ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

● আদিবাসী মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার এক সিভিক ভলেন্টিয়ার।প্রবল চাঞ্চল্য এলাকায়।পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম থানা এলাকার ঘটনা।

● দল বিরোধী কাজের জন্য প্রান্তিক চক্রবর্তী ও রাজন্যা হালদারকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।

● পুজোয় গ্রামবাসীদের খাওয়ানোর মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই,হাটসেরান্দিতে নিজের গ্রামের বাড়িতে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করলেন অনুব্রত মণ্ডল।

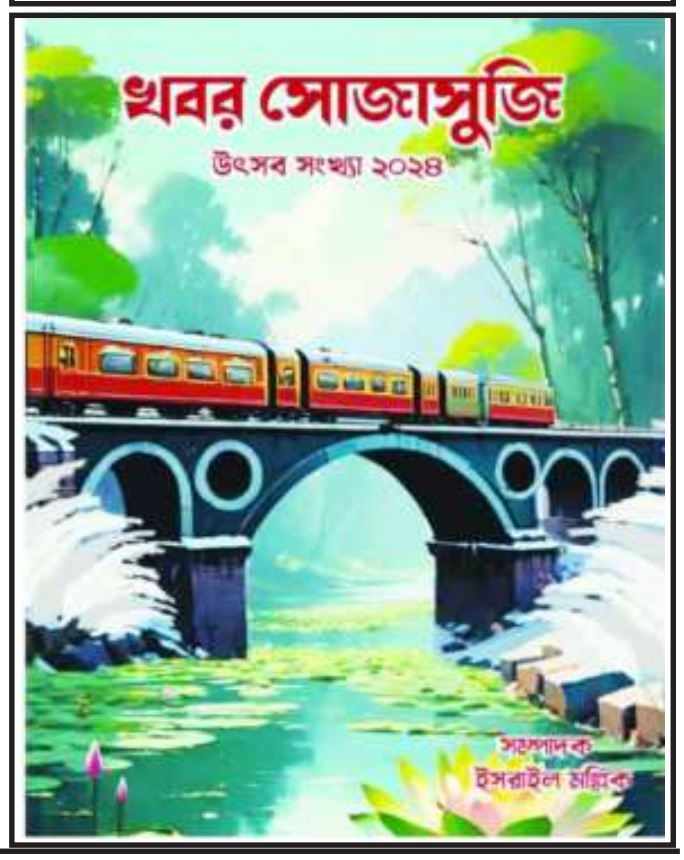

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com